১৯৪৮ সালে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ১৯৬৫ সালে শহীদ সোহরাওয়ার্দী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় নগরীর
বিপরীতে) প্রধান সড়কের পাশে। মাত্র ২৩ শতক জমির ওপর শহরের প্রাণকেন্দ্রে স্কুল দুটির অবস্থান হলেও আশানুরূপ ছাত্রছাত্রী নেই। আসন্ন এ
বিভাগ থেকে কোনো ছাত্রী পরীক্ষার্থী নেই। তবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাত্র একজন বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পরীক্ষা দিচ্ছে। গত বছরের তুলনায় স্কুল দুটি
স্কুল দুটিতে সন্তোষজনক হারে ছাত্রছাত্রী ক্লাসে দেখা যায়নি।

জানা গেছে, ১২ শতক জমির ওপর ৭৪ বছরের পুরাতন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মাধ্যমিক বিদ্যালয়টিতে চলতি বছরে মানবিক বিভাগ থেকে ২৬ জন, বাণিজ্য বিভাগ থেকে চারজন এবং বিজ্ঞান বিভাগ থেকে মাত্র একজন এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে। গত বছর স্কুল থেকে ৪৭ জন পরীক্ষা দিলেও ৪০ জন উত্তীর্ণ হয়েছিল। প্রতিষ্ঠানে ১১ জন শিক্ষক, একজন অফিস সহায়ক এবং দুজন এমএলএসএস রয়েছেন। কাগজ-কলমে ২০০ শিক্ষার্থী ভর্তি দেখানো হলে
নিয়মিত নয়। বেশির ভাগ ছাত্র বছরের প্রথমে ভর্তি হয়। সারা বছর বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে। বছর শেষে এসে পরীক্ষা দেয়।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেন শেখ যুগান্তরকে জানান, স্কুলটি উন্নয়নের জন্য কোটি কোটি টাকা আসলেও অর্পিত সম্পত্তি হওয়ায় ভবন নি
মন্ত্রণালয় থেকে সংশোধন করার পর স্কুলটিতে ভবন নির্মাণের অনুমতি মিলবে। ছাত্র উপস্থিতির বিষয়ে তিনি বলেন, ভর্তি ফি বাবদ ২০০ থেকে ৮০০
ছাত্ররা এগুলোও দিতে চায় না। বেশির ভাগ ছাত্রই কাজ করে পরিবারকে সহায়তায় ব্যস্ত। এর পরও আমরা নানাভাবে ছাত্রদের উপস্থিতি ও শিক্ষার ম

এদিকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ে গত বছর ২৭ জন ছাত্রী এসএসসি পরীক্ষা দিলেও উত্তীর্ণ হয়েছিল ২০ জন। এ বছর মানবিক
১০ জন পরীক্ষা দিচ্ছে। পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় ক্লাস করতে কষ্ট হচ্ছে ছাত্রীদের। ছাত্রীদের লেখাপড়ায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য ভর্তি ফি মাত্র
ইন্টারনেট ও বিদ্যুৎ বিল বাবদ ছাত্রীদের কাছ থেকে মাসে ৩০ টাকা নেওয়া হয়। এমনকি নতুন ছাত্রীরা ভর্তি হলেই স্কুল ড্রেস ফ্রি দেওয়াসহ নান
পুরাতন স্কুলে তুলনামূলকভাবে বাড়ছে না ছাত্রীর সংখ্যা। স্কুলের প্রধান শিক্ষক আব্দুল ওহাব মোল্যা জানান, দীর্ঘদিন স্কুলটির দুরবস্থা ছিল। বর্তমান
হয়েছে। এ ছাড়া দুই কোটি টাকার উন্নয়ন হওয়ার কথা থাকলেও নানা কারণে সেটা ফেরত গেছে। গত বছর ষষ্ঠ শ্রেণিতে ২৭ জন, সপ্তম শ্রেণিতে ৩
২০ জন করোনার টিকা গ্রহণ করেছে। ছাত্রী বৃদ্ধির চেষ্টা করছি। বর্তমানে স্কুলে ১২ জন শিক্ষক, একজন অফিস সহায়ক, একজন আয়া এবং একজন

7
Shares